দেশ বিদেশের গল্প

অমিতাভ চৌধুরী

লিইবার ফিয়েরা

অজানা আশঙ্কা ১১
আশীর্বাদ ২৩
কন্যাপণ ৩৪
কয়েদ দ্বীপের কথা ৪৬
গৃহবধূ ৫৮
গোরিলা ৬৯
ডাক্তারবাবু ৮১
বাড়িওয়ালি ৯২
রাজার প্রতিশ্রুতি ১০৪
সেই টেলিফোন কল ১১৬

অজানা আশঙ্কা

"পায়ের ছাপগুলো দেখুন!" বনিফেস বলল। সে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল। "এটা একটা পূর্ণবয়স্ক সিংহ। আর এই পায়ের ছাপগুলো সিংহীদের। আর এগুলো হচ্ছে সিংহের বাচ্চাদের।"

সকালে দিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের আলোয় ভিজে বালিতে পায়ের ছাপগুলো ঝিকমিক করছে।

"সিংহের দলটা বোধ হয় খুব একটা দূরে নেই।" ঝোপঝাড়গুলো ভালো ভাবে লক্ষ করতে করতে বলল বনিফেস।

অজয় চৌধুরী বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন বোটসোয়ানার কালাহারি মরুভূমির গা ঘেঁষে খুৎসে গেম রিজার্ভে। কালাহারির কালো কেশরওয়ালা সিংহদের বাসভূমি এই খুৎসে। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রক অজয় সপ্তাহান্তের ছুটিতে খুৎসে এসেছেন।

গত সপ্তাহেই অর্থ মন্ত্রক হ্যারি প্ল্যান্টার অজয়কে বলেছিলেন, "যাও অজয়, খুৎসে থেকে ঘুরে এসো। ওটা একেবারে জনহীন রুক্ষ একটা

আশীর্বাদ

বোটসোয়ানার লগ্নি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের আধিকারিকদের বার্ষিক কর্মশালা চলছে। প্রতিবার সাধারণত বছরের শেষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ডিসেম্বরের শুরুতেই বোটসোয়ানার চোবে নদীর তীরে কাসানে নামক শহরের একটি লজে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লজটির নাম মোয়ানা লজ।

"গুড আফটারনুন অ্যান্ড ওয়েলকাম, মিস্টার সেরেৎসে অ্যান্ড ডক্টর চৌধুরী। আসুন। এখন আমাদের লাঞ্চ চলছে। আপনারাও আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দিন।" ওয়ার্কশপের কো-অর্ডিনেটর ভায়োলেট মোলেবাটসি বললেন। মন্ত্রকের ডেপুটি পার্মানেন্ট সেক্রেটারি জেরাল্ড সেরেৎসে এবং বাণিজ্য মন্ত্রক অজয় চৌধুরী গাবোরোন থেকে এয়ার বোটসোয়ানার প্লেন ধরে সবেমাত্র বেলা একটার সময় কাসানে এসে পৌঁছেছেন। "এখানে বুফের ব্যবস্থা রয়েছে।" ভায়োলেট বললেন। "আপনাদের নিজেদেরকেই পরিবেশন করতে হবে।"

কন্যাপণ

"চার্লস কোথায়? কোথায় চার্লস? ও কি ছুটিতে আছে নাকি?" ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডভাইজার অজয় চৌধুরী শিল্প ও খনিজ মন্ত্রকের দপ্তরের করিডর দিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন। জায়গাটা দক্ষিণ সুদানের সবচেয়ে বড় শহর, জুবা। এখন সকাল ন'টা। "আমি জানি ওর সবে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অফিসের কাজের জন্য কি বউকে কয়েক ঘণ্টাও একা রেখে আসা যায় না?"

"ও এখানে নেই, অজয়।" অজয়ের গলার স্বর শুনতে পেয়ে ক্লারা নিজের ডেস্ক থেকে গলা তুলে জানাল। সে তার অফিস থেকে বেরিয়ে এল আর জানাল, "ও এখন জুবার জেলে আছে।"

"জেলে!" অবাক হলেন অজয়। "কেন? কী করেছে ও?"

"আমার মনে হয়, কন্যাপণ দেয়নি বলে জেলে রয়েছে। পুরো ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা নেই।" ক্লারা একটু চুপ করে থেকে অজয়ের দিকে তাকায়। "তুমি হয়তো জানো না, আমাদের এখানে অনেক উপজাতির

কয়েদ দ্বীপের কথা

"আপনি কি এখানে এই প্রথম এলেন?" বুড়ো মাঝি তার নৌকাটা ঠেলে সমুদ্রে নামাতে নামাতে অজয়কে জিজ্ঞেস করল। জায়গাটা জাঞ্জিবারের ফরধানি সৈকত। এখন সকাল ন'টা। সুন্দর ঝলমলে একটা দিন। ভারত মহাসাগরের ঢেউগুলো আলতোভাবে ধুইয়ে দিচ্ছে রুপোলি বেলাভূমি।

"হ্যাঁ, এই প্রথম। দার-এস-সালেমে একটা কাজে এসেছিলাম। সপ্তাহশেষে দিন দুয়েকের ছুটি ছিল। তাই চলে এলাম।" নৌকার পিছনে বসা অজয় বলল।

"কিছু যদি মনে না করেন, আপনি কী কাজ করেন?"

"আমি ইউএন-এর হয়ে কাজ করি।" অজয় জানায়।

মাঝি নৌকার মোটর চালু করল। তারপর তারা জাঞ্জিবার উপকূল থেকে দূরে তাদের তাদের গন্তব্য দ্বীপটার দিকে এগিয়ে চলল।

"এই দ্বীপটার নাম হল ছাঙ্গু দ্বীপ। অনেকে একে কয়েদ দ্বীপও বলে। আদতে এটা ছিল একটা কয়েদখানা।" মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে করতে